# تَحِيَّة في القرءان والحديث

# Greetings in Quran and Hadith

# অভিবাদন করা সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ও হাদিস

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে **"অভিবাদন করা সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ও হাদিস"**।

মুসলমানগণের অভিবাদনের ভাষা হলো "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" অর্থাৎ "আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক"।

হিব্রু ভাষায় রয়েছে "Shalom Aleichem" অর্থাৎ "তোমার উপর শান্তি"। এটা ইহুদীরা ব্যবহার করে থাকে। মুসলমানদের "সালাম" ও ইহুদীদের "Shalom" সেমেটিক ভাষার একই মূল থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

**পবিত্র কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়লা ইরশাদ করেন:**

**১ যখন তোমাদের অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও তার চাইতে উত্তম অভিবাদনে তার জবাব দাও, অথবা অন্তত অনুরূপ জবাব দাও।**

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً ﴿٨٦﴾

আর যখন তোমরা শুভাশীষে সম্ভাষিত হও তখন তোমরাও তা হতে শ্রেষ্ঠতর শুভ সম্ভাষণ কর অথবা ওটাই প্রত্যর্পণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। সূরা আন নিসা ৪: ৮৬

**২। (জান্নাতীদেরকে) সেখানকার ব্যবস্থাপকরা (ফেরেশতারা) বলবে, আপনাদের প্রতি সালাম, আপনারা উত্তম কাজ করে এসেছেন।**

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾



To learn more click here

যারা তাদের রাব্বকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা সেখানে উপস্থিত হবে তখন ওর দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবেঃ তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য। সূরা আয যুমার ৩৯: ৭৩

**৩। <u>তোমরা গৃহবাসীদেরকে অভিবাদন (সালাম) না দিয়ে গৃহে প্রবেশ করো না।</u>**

يٰأَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করনা; এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। সূরা নূর ২৪: ২৭

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اَللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اَللهُ لَكُمُ اَلآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون ﴿٦١﴾

যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে অভিবাদন স্বরূপ, যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার। সূরা নূর ২৪: ৬১

**৪। <u>মূর্খরা কোন বিষয় তর্কে লিপ্ত হতে চাইলে অভিবাদন (সালাম) দিয়ে চলে যাও।</u>**

وَعِبَادُ اَلرَّحْمَـٰنِ اَلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰ اَلأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلاَماً ﴿٦٣﴾

'রাহমান' এর বান্দা তারাই যারা নম্রভাবে চলাফিরা করে পৃথিবীতে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করে তখন তারা বলেঃ সালাম। সূরা ফুরকান ২৫: ৬৩

وَإِذَا سَمِعُواْ اَللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِى اَلْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলেঃ আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য; তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাইনা। সূরা কাসাস ২৮: ৫৫



To learn more click here

## ১। বুখারী শরীফের হাদীস:

রাসূল সা: বলেছেন, আল্লাহ আদমকে পূর্ন অবয়বে সৃষ্টি করলেন, ৬০ কিউবিট লম্বা (প্রায় ৩০ মিটার)। আল্লাহ আদমকে বললেন, যাও একদল ফেরেশতা ওখানে অবস্থান করছে, তাদেরকে অভিবাদন করো। শ্রবণ করো ফেরেশতারা কি উত্তর দেয়। সেটাই হবে, তোমার ও তোমার বংশধরদের মধ্যে একে অপরের প্রতি অভিবাদনের ভাষা। আদম ফেরেশতাদের নিকট গিয়ে বললো, "আসসালামু আলাইকুম" (তোমাদের উপর শান্তি) ফেরেশতারা উত্তর দিল, "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" (তোমার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত)। ফেরেশতারা আদমের অভিবাদনের জবাবে "ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বাড়িয়ে বলেছিল।

## ২। আবু দাউদ ও তিরমিজী শরীফের হাদীস

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সা:এর নিকট এসে বলল: "আসসালামু আলাইকুম"। তিনি তার সালামের উত্তর দিলেন। তারপর সে ব্যক্তি বসলে, রাসূল সা: বললেন: "দশ" অর্থাৎ তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হয়েছে। তারপর এক ব্যক্তি এসে বলল: "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ"। তিনি তার উত্তর দিলেন। তারপর সে বসল। তিনি বললেন: "বিশ" অর্থাৎ তার আমলনামায় বিশটি নেকী লেখা হয়েছে। তারপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল: "আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু"। তিনি উত্তর দিলেন। সে বসল। তিনি বললেন: "ত্রিশ" অর্থাৎ তার আমলনামায় ত্রিশটি নেকী লেখা হয়েছে।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন কোরআন ও হাদিসের নির্দেশ অনুসারে, কোরআন ও হাদিসের ভাষায় আমরা একে অপরকে অভিবাদন করি। এটা ভুল ধারণা যে, পিতা-মাতা সন্তানকে প্রথমে সালাম দিতে পারে না, বড়রা ছোটদেরকে প্রথমে সালাম দিতে পারবে না, অধীনস্থ কাউকে সালাম দেওয়া যাবে না, অথবা মসজিদের ইমাম, আলেম ও পীরদেরকে অন্যরা প্রথমে সালাম দিবে। এ সমস্ত ধারনা ভুল। আসুন, আমরা 'সালামের ব্যাপক প্রচলন করি' (রিয়াদুস সালেহীন-২/৮৪৮)। খেয়াল করি অর্থের দিকে, কি বলে অভিবাদন করছি: "আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু" অর্থাৎ আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত।

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর বান্দা হিসেবে কবুল করুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের কল্যাণ দান করুন।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।



To learn more click here